# কেন সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ?

## আদিপুস্তক ২ অধ্যায় ১৬-১৭পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, ঈশ্বর তাঁর নিখুঁত পৃথিবীতে নিজের হাতে গড়া এদোন নামক উদ্যানে, নিজের প্রতিনিধি করে মানুষকে সেই উদ্যান তত্ত্বাবধান ও রক্ষার দায়িত্ব দেন। মানুষকে দিয়ে বেগার খাটানো নয়; কিন্তু প্রথমে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে ও কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ উদ্যানে তৈরী করার পর, ঈশ্বর আদমকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের নিখুঁত পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ উপলব্ধির একটি উপায় হিসাবে ঈশ্বর আদমকে কাজ দিয়েছিলেন। আমরা যেমন কেউই অলসভাবে দিন কাটাতে এই পৃথিবীতে আসিনি, আদমও একইভাবে কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের গৌরব কীর্তন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মানুষের প্রয়োজনে ঈশ্বর এদোন উদ্যানে কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য *(সর্বজাতীয় সুদৃশ্য বৃক্ষ, ৯ পদ)* ও প্রাচুর্য *(সর্বজাতীয় সুখাদ্য-দায়ক বৃক্ষ, ৯ পদ)* নয়; কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতারও ব্যবস্থা করেছিলেন।

২ অধ্যায় ১৬ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, **"*তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও।*"** এই কথার অর্থ, ৯ পদে উল্লেখিত সর্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য-দায়ক বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করতে আদম স্বাধীনতা পেয়েছিল। ধরা যেতে পারে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যত সুদৃশ্য ও সুখাদ্য-দায়ক গাছ আছে, তার সবই এদোন উদ্যানে ছিল। এবং ঈশ্বর আদমকে সেই সমস্ত গাছের ফল খেতে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। অবশ্য, ২.১৭ পদে, বলা হয়েছে, **"*কিন্তু সদসদ্-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না।*"** এর আগে ৯ পদের শেষাংশে এই গাছের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল, **"*সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন।*"** এর থেকে পরিস্কার যে, আদম কয়েক হাজার গাছের ফল খেতে পারত; কিন্তু কেবল একটি গাছের ফল খেতে তাকে নিষেধ করা হয়েছিল।

কিন্তু কেন এই নিষেধ? এই নিষেধ কি তার স্বাধীনতাকে খর্ব করেনি? কেনই বা এমন গাছকে উদ্যানে স্থান দেওয়া হয়েছিল? আজ আমরা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করব।

### ১. এদোন উদ্যানে সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ রাখার কী প্রয়োজন ছিল?

অনেক সময় আমরা মনে করি যে, এদোন উদ্যানের মধ্যস্থানে সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষকে উৎপন্ন করার দ্বারা ঈশ্বর আদমের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছিলেন বা সঠিক অর্থে আদমকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। কিন্তু সত্য ঠিক এর বিপরীত। ঈশ্বর আদমকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেবার জন্যই এই গাছটিকে উদ্যানে স্থান দিয়েছিলেন। কারণ, প্রকৃত স্বাধীনতার ব্যবহার তখনই সম্ভব, যখন নিজের পছন্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব। ঈশ্বর যদি আদমকে এমনভাবে তৈরী করতেন যে, ঈশ্বর যা চান না, আদম তা কখনও করতে পারে না; তাহলে আদমের পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর তা করেন নি; তিনি আদমকে নিজের পছন্দ অনুসারে কাজ করার সুযোগ দিলেন) এমন কি ঈশ্বরের অবাধ্য হবারও স্বাধীনতা। এখন, যেখানে কোন আদেশ নেই, বা কোন নিষেধ নেই, সেখানে পছন্দের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা ও বাধ্যতা চান; বাধ্যবাধকতার ভালবাসা নয়। *(ঈশ্বর মানুষকে যন্ত্র-মানব করে নয়, কিন্তু নিজস্ব প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করে তাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও বেছে নেবার সুযোগ দিয়েছিলেন)*। আদম তার স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহারের দ্বারা ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারত, ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারত বা ঈশ্বরের গৌরব করতে পারত। একইভাবে, সে তার স্বাধীনতাকে বিপথে প্রয়োগ করে ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা, অবাধ্যতা বা অগৌরব প্রকাশ করতেও পারত। কিন্তু, এমন দু-প্রকার বিপরীতধর্মী কাজের কোন একটিকে পছন্দ করার জন্য আদমের স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল। তাই, সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষকে উদ্যানে স্থান দিয়ে, এবং সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করতে নিষেধ করে, ঈশ্বর আদমের পছন্দ-শক্তিকে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

যখন আমরা আদমকে আমাদের সঙ্গে তুলনা করি, তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আদম কত বেশি সুযোগ পেয়েছিল। আদম কেবল একটি পথে পাপ করতে পারত; কিন্তু আমরা অসংখ্য পথে পাপ করতে পারি। আমাদের জীবনে যেখানে প্রলোভন বৃক্ষের সংখ্যা অসংখ্য, সেখানে আদমের জীবনে কেবল একটিই বৃক্ষ ছিল, যা তাকে প্রলোভিত করতে পারত। আদমের প্রতি এত ভালবাসা প্রদর্শনের প্রধান কারণ, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানুষকে ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন। তাই, তিনি মানুষকে এক বিশেষ কাজ দিয়েছিলেন, এক বিশেষ জীবন দিয়েছিলেন, এক বিশেষ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

ভাল ও মন্দ-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজনের নিষেধাজ্ঞাকে আমরা যেন কখনও ঈশ্বরের নিষ্ঠুর বা কর্কশ আদেশ বলে চিন্তা না করি। আমাদের উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে যে, সীমাহীন স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। কারণ, সীমাহীন স্বাধীনতা খুব শিগ্‌গীর ধবংসাত্মক লাইসেন্সে রূপান্তরিত হয়, যা স্বাধীন করার পরিবর্তে আমাদের দাসে রূপান্তরিত করে। যথার্থ সীমানাই আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাকোরিয়ামের গোল্ডফিস্‌কে আমরা চিন্তা করতে পারি। জলকে যদি সে অসহ্য বোধ করে, তার স্বাধীনতার পক্ষে বাধাস্বরূপ বিষয় হিসাবে চিন্তা করে, লাফ দিয়ে বাইরের স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়, বেশি সময় তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। গোল্ডফিস্ হিসাবে এর স্বাধীনতা, এর জীবনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপরই নির্ভর করে। মানুষের জন্যও এই সত্য একইভাবে প্রযোজ্য। আমরাও আমাদের জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল তখনই ভোগ করতে পারি, যখন আমরা আপাত নিষেধাজ্ঞামূলক ঈশ্বরের বাক্যের গণ্ডির মধ্যে আমাদের জীবন যাপন করি। ঈশ্বরের বিধানই আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। তাই, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস তাঁর বাক্য পালনের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। তাঁর বাক্য যখন আদমের ন্যায় আমাদের ভাল-মন্দের জ্ঞানদায়ক গাছ থেকে দূরে থাকতে বলে-- তা আমাদের কাছে অযৌক্তিক হলেও, অস্পষ্ট হলেও-- তা পালন করার দ্বারাই আমরা যথার্থ বৃদ্ধি বা আশীর্বাদ লাভ করে থাকি (গীত ১১৯.৩৯; হিতোপদেশ ৬.২০-২৩)। জীবনের অন্যতম মৌলিক সত্য হল, আনুগত্য নিয়ে আসে আশীর্বাদ এবং অবাধ্যতা নিয়ে আসে বিচার।

**২. সদসদ্ (ভাল-মন্দ)-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের নাম থেকে আমরা কী উপলব্ধি করি ?**

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করার আগে আদম ও হবা কখনও মন্দের অভিজ্ঞতাকে লাভ করেনি; তাঁরা ছিল নিষ্পাপ। পৃথিবীও ছিল নিখুঁত, সেখানে মন্দতার কোন ছাপ ছিল না। এখন, মন্দ না থাকায়, ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জ্ঞানেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। তাদের জীবনে কেবল উত্তমেরই প্রকাশ ছিল; এবং ঈশ্বরের আদেশ পালন করাই ছিল, তাদের জীবনকে উপলব্ধি করার সঠিক পথ। তাই, এই বৃক্ষের ফল ভোজন না করায়, তারা কোনও ভাবেই বঞ্চিত হয়নি।

অন্যদিকে, আমরা সদসদ্-জ্ঞানকে "সমস্ত জ্ঞান" হিসাবে চিন্তা করতে পারি। কেবল ঈশ্বরই এই জ্ঞানের অধিকারী। মানুষ কখনও এই জ্ঞানের অধিকার পেতে পারে না (হিত ৩০.৩)। কারণ, মানুষ ঈশ্বর নয়। কিন্তু মানুষ যখন ঈশ্বরকে ভয় করে তখনই তার প্রকৃত জ্ঞানের শুরু হয় (হিত ১.৭)। সোরের রাজা নিজেকে ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞানবান মনে করেছিল, তাই তাকে বিদ্ধ হতে হয়েছিল (যিহি ২৮.৬-১০; ১৫-১৭)। কিন্তু শয়তান হবাকে ভুল পথে পরিচালিত করে বলেছিল, ***"যেদিন তোমরা তা খাবে, সেইদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে, তাতে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় হয়ে সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হবে"*** (আদি ৩.৫)। মানুষকে ঈশ্বর কত ভালবেসে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছিলেন, নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন, নিজের প্রতিনিধি করে পৃথিবীর উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন, প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধির সুযোগ দিয়েছিলেন। সেই মানুষ শয়তানের কথা শুনে নিজেকে ঈশ্বর সদৃশ জ্ঞানের অধিকারী করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল যে, তার পরিণাম কত কঠিন হতে পারে। যদিও সেই পরিণামের কথা স্বয়ং ঈশ্বর তাদের পূর্বেই জানিয়েছিলেন, ***"যে দিন তার ফল খাবে, সে দিন মরিবেই মরিবে"*** (২.১৭)।

আমাদের উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে যে, যা কেবল

ঈশ্বরের অধিকার, তাতে কখনও আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কারণ, তাতে হিতে বিপরীত হয়। যেমন আদম ও হবার প্রতি ঘটেছিল। কিন্তু আজকের দিনে আমরাও শয়তানের কথা শুনে হবার ন্যায় একই ভুল করে চলেছি -- পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারে বা জেনেটিক শাস্ত্রে। যখন মানুষ নিজেকে ঈশ্বর বানাতে চায়, এবং এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় যা কেবল ঈশ্বরের এক্তিয়ার, আমরা শয়তানের চর হিসাবে কাজ করি এবং আমাদের নিজেদের উপর বিচার নিয়ে আসি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধির বাগানের মধ্যস্থলে ছিল ঈশ্বরের বাক্য। তাই, আমাদের জীবনের কেন্দ্রেও ঈশ্বরের বাক্যকে যথার্থ স্থান দিতে হবে। যার দ্বারা আমরা আমাদের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা-জীবন, কর্ম-জীবন, অবসর-জীবন, তথা আমাদের প্রতিবেশি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি সততার প্রকাশ রাখতে সক্ষম হব। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতাকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের সঙ্গে সুসম্পর্কের দ্বারা ও পৃথিবী সুরক্ষার দ্বারা মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করে।

কিন্তু বাস্তবে এটাই বেশি চোখে পড়ে যে, যখনই কোন বিষয়ে আমাদের নিষেধ করা হয়, আমরা সেই বিষয়েই বেশি আগ্রহী হই। যদিও এদোন উদ্যান কয়েক হাজার বৃক্ষে পূর্ণ ছিল, তথাপি শয়তান কেবল এই নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতিই হবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ধূর্ত শয়তান আজও তার সেই পুরাতন ফন্দি আমাদের প্রতি ব্যবহার করে চলেছে-- মিথ্যা লোভ, চালাকি, অর্ধেক-সত্য। কিন্তু ঈশ্বরের গৌরব হোক, তিনি তাঁর বিশ্বাসীদের পক্ষে। কারণ বাইবেল বলে, ***"যখন ঈশ্বর আমাদের সপক্ষ, আমাদের বিপক্ষ কে?"*** (রোমীয় ৮.৩১)। হ্যাঁ, সত্য, আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে শয়তানের মুকাবিলা করতে পারি না। তাই, তিনি আমাদের শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করতে তাঁর একমাত্র পুত্রকে পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেননি।

এদোন উদ্যানের একটি বৃক্ষের ফল ভোজনের মাধ্যমে প্রথম আদম ঈশ্বর সৃষ্ট নিখুঁত পৃথিবীতে পাপের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। এই গাছের দ্বারাই পৃথিবীতে মৃত্যু এসেছিল। কিন্তু ঈশ্বরের গৌরব হোক, তাঁর মহান পরিকল্পনায়, আরও একটি গাছের মাধ্যমে, যে গাছে স্বয়ং ঈশ্বর-পুত্র যীশু খ্রীস্ট আমাদের পাপের পরিবর্তে প্রেক-বিদ্ধ হয়েছিলেন, আমরা মুক্ত হয়েছি; পাপ ও মৃত্যু পরাজিত হয়েছে।

আমরা কি আদম ও হবার মত একই ভুল করে চলেছি? উদ্যানে অনেক গাছ ছিল, যার ফল তারা প্রাণভরে খেতে পারত; কিন্তু নিষিদ্ধ বৃক্ষই তাদের দৃষ্টিকে আকর্ষিত করেছিল। প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করতে হলে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতার প্রয়োজনীয়তার কথা জানা সত্ত্বেও তারা অবাধ্য হয়েছিল। আমরা কি ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছি? আমাদের চিন্তা, কথা, কার্য, ব্যবহার ও সম্পর্ক কি ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা পরিচালিত? মাছের পক্ষে জল থেকে দূরে সরে যাওয়া যেমন মৃত্যু, আমাদের কাছেও ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাওয়া মৃত্যুরই নামান্তর --- তা কি আমরা উপলব্ধি করি? ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে তাঁর বাক্যে গেঁথে তুলুন।

---



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)